অজি বিগব্যাশে পার্থ স্কচার্সকে (১৪২) ৪৯ রানে হারাল ব্রিসবেন হিট (১৯১/৬)।

মাঠে - ময়দানে

অজি এ লিগে ব্রিসবেন রোরকে ২-০ গোলে হারাল ওয়েস্টার্ন সিডনি ওয়ান্ডার্স।

অস্ট্রেলিয়া ওপেন থেকে নাম তুলে নিলেন সেরেনাও

লন্ডন, ৫ ডিসেম্বর: চোট সারিয়ে কোর্টে ফিরেছিলেন সেরেনা উইলিয়ামস। কিন্তু প্রথম টুর্নামেন্টেই প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে ছিটকে যান তিনি। ফলে খুব একটা ছন্দে নেই সেরেনা। তাই অস্ট্রেলিয়া ওপেন টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন সেরেনা উইলিয়ামস। গত সেপ্টেম্বরে কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর নভেম্বরে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন তিনি। ফলে টেনিস কোর্টে কবে ফিরবেন তা নিয়ে জোর আলোচনা হয়েছে। মহিলাদের টেনিসে ২৩টি গ্র্যান্ডস্লামের মালীকিন নিজেই জানিয়েছিলেন নতুন বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়া ওপেনে খেলার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। এমনকী আবু ধাবিতে এক প্রদর্শনী আসরে কোর্টে নেমে টেনিস দুনিয়ায় ধারণা করে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়া ওপেনেই খেলবেন সেরেনা। কিন্তু খুব একটা ফর্মে নেই বলেই তিনি অস্ট্রেলিয়া ওপেন থেকে সরে দাঁড়ালেন। ৩৬ বছর বয়সি সেরেনা বলেন, 'আবু ধাবিতে খেলার পর উপলব্ধি করলাম যে আমি ঠিক ফর্মে নেই। দীর্ঘদিন পর কোর্টে ফিরে নিজে প্রত্যাশিত ছন্দে ফিরতে পারিনি। তাই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম। আমার কোচ এবং টিমের অন্য সদস্যরাও এ ব্যাপারে একমত যে কোনও টুর্নামেন্টে নামার সময় তৈরি হয়েই নামা উচিত। যাতে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারি। কোর্টে নেমে নিজের সেরাটা না দিতে পারলে খুব খারাপ লাগবে। কন্ডিশনে আসতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। আমি যে কোনও টুর্নামেন্টে খেলি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য। তাই কন্ডিশনে না থাকায় অস্ট্রেলিয়া ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হলাম।'

ভুবির স্যুইংয়ে চাপে প্রোটিয়ারা
শুরুতেই ব্যর্থ দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং

ভুবনেশ্বরের নিয়ন্ত্রিত বোলিং অ্যাডভান্টেজ এনে দিল ভারতকে।

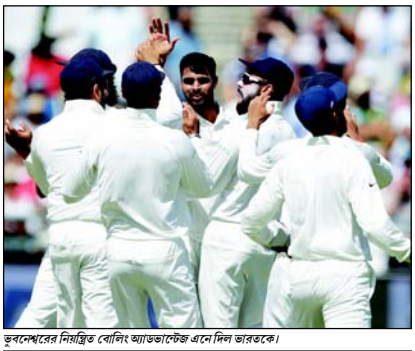

কেপটাউন, ৫ ডিসেম্বর: নিউল্যান্ডসের পিচ বুমেরাং হয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য। ঘরের মাঠে ভারতীয় বোলারদের সামলাতে না পেরে রীতিমতো ধুঁকছে প্রোটিয়া শিবির। একপ্রকার ব্যর্থ দলের সব ব্যাটসম্যানই।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে নামার আগেই বিপক্ষকে চমকে দিয়েছিল ভারত। শেষ কয়েকবছরে বিদেশের মাটিতে ধারাবাহিক অজিঙ্কা রাহানেকে বসিয়ে রোহিত শর্মাকে সুযোগ দেয় দল। পাশাপাশি ইশান্ত ও উমেশের মতো সিনিয়ররা থাকলেও তরুণ যশপ্রীত বুমরাহর হাতে তুলে দেওয়া হয় টেস্ট ক্যাপ। বিরাট কোহলিকে আটকানোর জন্য নিউল্যান্ডসের পিচে স্যুইং রেখেছিল আয়োজকরা। আর তাতেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন ভুবনেশ্বর। তাঁর দাপটে পরপর ফিরে গেলেন এলগার (০), মার্করাম (৫), আমলা (৩)। এরপর ডু'প্লেসিস (৬২) ও ডি'ভিলিয়ার্স (৬৫) চতুর্থ উইকেটে ১১৪ রান যোগ করে প্রোটিয়াদের শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। এই দুই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান পরপর ফিরে যাওয়ায় ফের চাপে পড়ে দল। ডি'কক (৪৩), ফিল্যান্ডার (২৩), মাহরেজ (৩৫), রাবাদা (২৬), স্টেইন (১৬*) ও মর্কেল (২) তেমন প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ২৮৬ রানেই গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা।

এদিন বল হাতে দাপট দেখিয়েছেন ভারতের সব বোলারই। ভুবনেশ্বর একাই নিয়েছেন ৪টি উইকেট। অশ্বিনের সংগ্রহ ২। এছাড়া সামি, বুমরাহ ও পান্ডিয়া ১টি করে উইকেট নিয়েছেন। *(স্কোর অসম্পূর্ণ)*

চার্চিল ব্রাদার্স ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু ইস্টবেঙ্গলের

স্টাফ রিপোর্টার: আট ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে আপাতত আই লিগ টেবিলে শীর্ষে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ৮ জানুয়ারি গোয়ার মাটিতে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ চার্চিল ব্রাদার্স। বৃহস্পতিবার গোয়ায় পৌঁছে লাল-হলুদ ফুটবলাররা সুইমিং পুলে কাটালেও শুক্রবার বল পায়ে অনুশীলনে নেমে পড়ল ইস্টবেঙ্গল। পাঁচ ম্যাচে কোনও পয়েন্ট সংগ্রহ করতে না পারলেও চার্চিল ম্যাচের আগে বেশ সতর্ক লাল-হলুদ কোচ খালিদ জামিল। চোটের জন্য ইন্ডিয়ান অ্যারোজের বিরুদ্ধে খেলতে পারেনি ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর স্ট্রাইকার উইলিস প্লাজা। তাই চার্চিল ম্যাচের প্লাজাকে সুস্থ করে মাঠে নামানোই লক্ষ্য খালিদের। আর সেজন্যই প্লাজাকে সুস্থ করেই তুলতে চান ইস্টবেঙ্গল কোচ। দু'দিন ধরে ফিজিও গার্সিয়ার কাছে বিশেষ অনুশীলন করছেন ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর স্ট্রাইকারটি। চোট সারিয়ে মাঠে ফিরে বেশ ভাল ফর্মে রয়েছেন জাপানি মিডফিল্ডার কাটসুমি ইউটা। এছাড়া দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন আর এক মিডফিল্ডার সিরিয়ার আল আমনা। ইন্ডিয়ান অ্যারোজের বিরুদ্ধে শেষদিকে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়লেও আপাতত তিনি সুস্থ রয়েছেন। গোয়ার মাটিতে চার্চিলকে হারানো বেশ কঠিন কাজ। তা বেশ ভাল করেই জানেন লাল-হলুদ কোচ। চার্চিলের বিরুদ্ধে আমনা-কাটসুমির পাশাপাশি লাল-হলুদ কোচের বড় ভরসা দুই ডোয়ানিস ফুটবলার গোলরক্ষক লুই ব্যারেটো এবং মিডফিল্ডার কেবিন লোবো। ইন্ডিয়ান অ্যারোজ ম্যাচে কেভিন লোবোর পারফরম্যান্সে খুশি খালিদ। আই লিগের শুরুতে ডিফেন্স নিয়ে সমস্যা থাকলেও আপাতত তা নেই। চার্চিল ম্যাচের আগে শুক্রবার বল পায়ে বেশ কিছুক্ষণ অনুশীলন করার পাশাপাশি সেট পিস মুভমেন্টও করান খালিদ। আসলে প্রথম পর্বের শেষ ম্যাচে চার্চিলের বিরুদ্ধে পুরো পয়েন্টই লক্ষ্য লাল-হলুদ কোচের। ইম্ফল, দিল্লির আবহাওয়া বেশ ঠান্ডা ছিল। কিন্তু গোয়ায় সেরকম আবহাওয়া নয়। তাই ঠান্ডা থেকে গোয়ার আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতেই তিনদিন আগে গোয়ায় পৌঁছেছে ইস্টবেঙ্গল। কারণটা আর কিছুই নয়, গত ১৪ বছর আই লিগ খেতাব অধরা। তাই এবার যে কোনও মূল্যেই আই লিগ খেতাব ঘরে তোলাই লক্ষ্য লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবটির।

কোপা ডেল রে'র কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম পর্বের ম্যাচে নুমানসিয়াকে ৩-০ গোলে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ। এদিন দলের হয়ে গোলগুলি করেন গ্যারেথ বেল, ইস্কো এবং বোরহা মেওরাল। বেল ও ইস্কোর গোলগুলি এসেছে পেনাল্টি থেকে। এদিন নুমানসিয়ার বিরুদ্ধে নিজেদের দ্বিতীয় সারির দল নামায় রিয়াল। প্রথম একাদশে জায়গা হয়নি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, করিম বেঞ্জেমা, সার্জিও র‍্যামোস, টনি ক্রুস, মার্সেলো ও কেলর নাভাসের মতো তারকাদের। তা সত্ত্বেও সহজ জয় পেল মাদ্রিদের দলটি। প্রথম পর্বের ম্যাচ বড় ব্যবধানে জেতায় সেমিফাইনালে যাওয়ার পথে কিছুটা এগিয়ে গেল জিনেদিন জিদানের ছেলেরা।

শেষ চারেই থমকে গেল মাশার দৌড়

বেজিং, ৫ ডিসেম্বর: শেনঝেন ওপেনেই মরশুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি সেরে রাখতে চাইছিলেন মারিয়া শারাপোভা। সেই লক্ষ্যে সঠিক পথেই এগোচ্ছিলেন তিনি। পরপর তিনটি ম্যাচ জিতে নতুন বছর শুরু করলেও শেষ চারের হার্ডলে আটকে গেলেন মাশা।

সেমিফাইনাল পর্যন্ত যাত্রা পথ মসৃণ হলেও ফাইনালের পথে রাশিয়ান টেনিস সুন্দরীর সামনে দেওয়াল তুললেন চেক তারকা ক্যাটারিনা সিনিয়াকোভা। ম্যাচে শারাপোভা ফেভারিট ছিলেন, এমনটা বলা যায় না। বরং সাম্প্রতিক ফর্মের নিরিখে পাঁচবারের মেজরজয়ীর থেকে কয়েক পা এগিয়ে ছিলেন টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ বাছাই সিনিয়াকোভাই। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর শারাপোভার বিরুদ্ধে আগাগোড়া দাপট বজায় রেখেছিলেন তিনি। একটি সেট জিতে মারিয়া ম্যাচে ফেরার মরিয়া প্রয়াস চালালেও ফাইনালের টিকিট অধরাই থেকে যায় তাঁর।

৬-২ গেমে প্রথম সেটে শারাপোভাকে বিধ্বস্ত করেন সিনিয়াকোভা। ৩-৬ গেমে দ্বিতীয় সেট জিতে লড়াই ফেরেন মাশা। নির্ণায়ক সেটে স্নায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন ক্যাটারিনা। ৬-৩ গেমে রাশিয়ান প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে খেতাবি লড়াইয়ে জায়গা করে নেন তিনি। অপর সেমিফাইনালে স্বদেশীয় ইরিনা-ক্যামেলিয়া বেগুকে ৬-১, ৬-৪ স্ট্রেট সেটে বিধ্বস্ত করে ফাইনালে ওঠেন রোমানিয়ান তারকা সিমোনা হালেপ, এই মুহূর্তে যিনি ডব্লিউটিএ র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বরের মুকুট দখলে রেখেছেন। মরশুমের প্রথম টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে হারতে হলেও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আগেই বিশ্বর‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম পঞ্চাশে ঢুকে পড়তে চলেছেন এই রাশিয়ান টেনিস সুন্দরী। ডোপ কান্ডের জেরে বেশ কিছুদিন প্রতিযোগিতামূলক টেনিসের বাইরে ছিলেন গত বছর প্রত্যাবর্তন ঘটানো শারাপোভা।

গ্র্যান্টের আগমনে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব মনে করছে নর্থইস্ট

গুয়াহাটি, ৬ ডিসেম্বর: চেলসি এফসি'র প্রাক্তন ম্যানোর আভ্রাম গ্র্যান্ট টেকনিক্যাল উপদেষ্টা হিসাবে এসেছেন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি'তে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে শুরুটা তেমন ভাল না হলেও জন আব্রাহামের ক্লাব ভাবতে শুরু করেছে, এখনও ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব।

২০০৮ সালে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ক্লাব চেলসিকে নিয়ে গিয়েছিলেন গ্র্যান্ট। এসে পড়েছেন গুয়াহাটিতে। তাই নতুন করে আশায় বুক বাঁধতে শুরু করে দিয়েছেন পাহাড়ি ফ্রাঞ্চাইজির সমর্থকরা। গ্র্যান্ট দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম ম্যাচেই ইন্দিরা গান্ধি অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে শনিবার তাদের সামনে এফসি গোয়া। এই মুহূর্তে নর্থইস্ট দশ দলের লিগ তালিকায় আছে নবম স্থানে। সাত ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে। তাদের চেয়ে খারাপ পারফরম্যান্স একমাত্র দিল্লির, তিন পয়েন্ট নিয়ে যারা দশম স্থানে। 'সাদঘরের মেজাজটাই পাল্টে গিয়েছে, নতুন টেকনিক্যাল উপদেষ্টার উপস্থিতিতে। ফুটবলাররা প্রত্যেকেই উজ্জীবিত, শনিবারের ম্যাচের জন্য' গোলকিপার কোচ জোসেউ সিদ্দি জানিয়েছেন, ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে।

টানা তিনটি ম্যাচ ঘরের মাঠে খেলবে নর্থইস্ট। ৬ জানুয়ারি এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে, ১২ জানুয়ারি এটিকে এবং চেন্নাইয়িন এফসি'র বিরুদ্ধে ১৯ জানুয়ারি। ঘানার জাতীয় দলের প্রাক্তন কোচের জন্য পরিস্থিতি আদর্শ, দলের খেলায় নিজের ভাবনা প্রয়োগের জন্য, যাতে দল ঘুরে দাঁড়াতে পারে। 'নিশ্চিতভাবেই দল উপকৃত হবে গ্র্যান্টের আগমনে। ওর অভিজ্ঞতা এবং কোচিংয়ের ধরন অনুপ্রাণিত করবে আমাদের, দেবে প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাসও যাতে আমরা আগামী ম্যাচগুলো বেশি ভাল খেলতে পারি' বলেছেন সিদ্দি।

তবে, প্রথম ম্যাচেই কাজটা এত সহজ হবে না নর্থইস্টের। সামনে গোয়া। যারা গত ম্যাচে এটিকের মাঠ থেকে এক পয়েন্ট তুলে নিয়ে গিয়েছে এবং এখন তাদের লক্ষ্য লিগে শীর্ষস্থান। সাত ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে গোয়া। যদি বড় ব্যবধানে জিততে পারে শনিবার, উঠে আসতে পারে শীর্ষে। 'সব দলই যথেষ্ট ভারসাম্য বজায় রেখেছে। খাতায়কলমে মোটামুটি সমান সব দলই। তাই ছোট ছোট ব্যাপারগুলোই এখানে পার্থক্য পড়ে দেয়' বলেছেন এফসি গোয়ার প্রধান কোচ সের্গিও লোবেরা, যিনি হাল্কাভাবে নিতে রাজি নন তাদের প্রতিপক্ষকে, এই মরশুমে যাদের পারফরম্যান্স ততটা ভাল নয়।

এফসি গোয়ার ভাল খেলা নির্ভর করে তাদের স্পেনীয় স্ট্রাইকার ফেরান কোরোমিনাসের উপর, এখন যিনি ৯ গোল দিয়ে লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা। কোচ লোবেরাও স্বীকার করেছেন যে, কোরোমিনাস স্পেশাল ফুটবলার। কিন্তু জোর দিতে চেয়েছেন দলগত শক্তিতেই। 'কোরো সত্যিই খুব ভাল ফুটবলার। প্রচুর অভিজ্ঞতা। ওকে দলে পেয়ে সত্যিই খুশি আর মানতেও দ্বিধা নেই যে আমাদের দলের অন্যতম সেরা ফুটবলার যাকে প্রশিক্ষিণ দিয়েছি। শুধু মাঠেই নয়, মাঠের বাইরেও আদর্শ। দলটাকে একত্রিত রাখে। কিন্তু ফুটবল একার খেলা নয়, দলগত সংহতির খেলা' বলেছেন লোবেরা।

রিয়ালের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য আজও লড়ছেন পেরেজ

(প্রথম পর্বের পর)

গ্যালাকটিকোয় অন্ধকার

রিয়ালের সেই তারকা হাটকে বলা হত 'গ্যালাকটিকো।' গ্যালাকটিকোকে নিয়েও বিস্তর সমালোচনা ছিল। পেরেজের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি শোনা যায় দলে হস্তক্ষেপের কথা। ভিসেন্তে দেল বস্ক রিয়ালকে ৫ বছরে ২টি লিগ ও ২টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতানোর পরেও তাকে রাখতে চাননি পেরেজ। মনোমালিন্যের কারণ হল, পেরেজের চাহিদা ছিল বিশ্বসেরা সব খেলোয়াড় এনে ভরিয়ে দেওয়া পুরো দল, কিন্তু কোচদের দরকার হয় তাদের স্টাইলের সঙ্গে যায় এমন খেলোয়াড়। দেল বস্ক যাওয়ার পরই রিয়ালে নানাবিধ সংকট দেখা দিতে থাকে। পেরেজের হাতে চলতে থাকে একের পর এক কোচের বরখাস্ত। ম্যাকলেলে ছিল সেই আমলের সেরা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। কৃষ্ণকায় এই ফ্রেঞ্চের পায়ে কোনও জাদু ছিল না, কিন্তু ডিফেন্স ও মাঝমাঠকে সযত্নে আগলে রাখতেন এবং এই পজিশনে ছিলেন অদ্বিতীয়। তাকে পেরেজ কোচের মতের বিরুদ্ধে বেচে দেন। এরপরে রিয়াল অনেকদিন আর সেই ভারসাম্য পায়নি তাদের খেলায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রিয়ালের দারুণ অগ্রগতি হলেও খেলার ব্যাপারে ছিল অনেক ব্যর্থতা। সেই সব মাথায় রেখেই ২০০৬ সালে পেরেজ রিয়াল ছাড়েন ক্লাবকে অন্য ধারায় চালনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে।

প্রত্যাবর্তন ও সাফল্য

২০০৯ সালে রিয়ালে আবার প্রত্যাবর্তন হয় তার। দ্বিতীয় মেয়াদে পেরেজ আগের চেয়ে আরও আগ্রাসী হলেও ছিলেন সতর্ক। প্রেসিডেন্ট হয়েই নিয়ে আসেন কাকা, রোনাল্ডো, ডাবি আলোন্সোর মতো বিশ্বসেরাদের। কিন্তু পেরেজের দুর্ভাগ্য যে, ঠিক সেই সময়েই পেপ গুয়ার্দিওলার অদম্য এক বার্সার উত্থান হয়। তিনি নিজে যেমন উচ্চাকাঙ্খী তেমনি তার ইচ্ছাও ছিল জোসে মরিনহোকে নিয়ে আসার। তাই ভাল খেলা পর ট্রফি না জেতার দায়ে পেল্লেগ্রিনিকে এক মরশুম পরেই বরখাস্ত করেন। মরিনহোর হাত ধরে বার্সার আধিপত্য ভেঙে রিয়াল লিগ জিতলেও চ্যাম্পিয়ন্স লিদ থেকে যায় অধরা। দলের অন্তর্কোন্দলে মরিনহো বিদায় নেন, আসেন আন্সেলত্তি। পেরেজ আবার ট্রান্সফার রেকর্ড ভেঙে দলে ভেড়ান বেল, ইস্কো ও ইয়ারামেন্দিকে। আঞ্চেলত্তি বহুদিনের অধরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সহ কোপা ডেল জেতালেও পরের মরশুমে ট্রফিলেস থাকার কারণে সব সমর্থক, খেলোয়াড়দের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে তাকে বরখাস্ত করেন পেরেজ।

নিজের দুই শ্রেষ্ঠ সাইনিং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও গ্যারেথ বেলের সঙ্গে পেরেজ।

নিয়োগ দেন রাফা বেনতিজকে। রাফার অধীনে আবার যেন অন্ধকার যুগ ফিরে আসে রিয়ালে। টালমাটাল একসময়ে মাত্র মাস ছয়েকের মাথায় রাফাকে বরখাস্ত করে পেরেজ নিয়োগ দেন জিদানকে। এটা ছিল যেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত। বাকি গল্প তো সবারই জানা। পেরেজের দ্বিতীয় মেয়াদের লাগানো গাছের ফল তিনি পেতে শুরু করেন জিদানের হাত ধরে। দেরিতে হলেও, কিন্তু এই পেরেজ যেন বদলে যাওয়া এক ব্যক্তি কীভাবে?

পরিণত এক পেরেজ

পেরেজ ছিলেন তাঁর ট্রান্সফার মার্কেটে ঝড়ো সব সাইনিং এর জন্য বিখ্যাত। কিন্তু ট্রান্সফার মার্কেট এত বেশি স্ফীত হয়ে গেল যে, একসময় রিয়াল যে দামে প্লেয়ার কিনলে সবার চোখ ছানাবড়া হয়ে যেত, এখন সেই দামে অনেকেই কেনে। উপরন্তু পেট্রোডলারের আগমনীতে অনেক দলই ট্রান্সফার বাজারে রিয়ালকে পাল্লা দিতে প্রস্তুত। ইংলিশ লিগের টিভিস্বত্ত্ব চুক্তি পর পেরেজ তার সব কৌশল বদলে ফেলেন। পেরেজ জোর দেন যুব প্রতিভা তুলে আনার জন্য। ২৫ বছরে যার দাম ১০০ মিলিয়ন ইউরো হতে পারে তাকে ১৮ বছর বয়সে ১০ মিলিয়নে কিনে আনার মতো নীতি গ্রহণ করেন। ক্রুস, ক্যাসেমিরো, লরেন্তে, ভাজকেজ, ভারানে, থিও, সেবায়োস, আন্সেসিও, মোরাতাদের যে দামে কেনা তাদের পরিণত অবস্থায় কিনলে তাদের দাম সব মিলিয়ে কমপক্ষে ১০ গুণ বেশি হতো। রিয়াল দেরিতে হলেও যুব প্রতিভাদের তুলে আনার দিকে জোর দিতে থাকে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় যে, সেবায়োস রিয়ালে ৫ম মিডফিল্ডার অপশন হিসাবে রিয়ালে আসে যখন তার সামনে সুযোগ ছিল বার্সায় নিয়মিত খেলার। একসময় বার্সা যা করতো যুব খেলোয়াড়দের তুলে এনে, রিয়াল ঠিক তাই করছে এখন। আসলে পরিণত পেরেজ অনেক জিনিসই অন্য অনেকের আগে বুঝে নেন। সবাই যখন কম খরচ করতেন তিনি বাজারে ঝড় তুলতেন, আর এখন যখন বাজারে ঝড় তখন তিনি শান্ত নাবিক।

পেরেজের আরও অনেক সমালোচনার মধ্যে একটি ছিল তাঁর ব্যবসায়ী, কর্পোরেট বা প্রভাবশালীদের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে। বার্নাব্যুর ভিআইপি বক্সে প্রায়ই দেখা মেলে স্পেনের তাবড় ক্ষমতাশালীদের। পেরেজের তাঁদের সঙ্গে যোগসাজশ অনেকের কাছেই একটি মিথ। এমনকি সংবাদমাধ্যম নিয়ন্ত্রণেও তিনি সিদ্ধহস্ত। অনেক সাংবাদিককেই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন বার্নাব্যুর ভিআইপি বক্সের টিকিটের মাধ্যমে। হ্যাঁ, আশ্চর্য হবেন না। পেরেজের এসবের কাহিনি স্পেনের অলিগলিতে প্রচলিত। কোনও খেলোয়াড় কেনার দর কষাকষিতে পেরেজ রিয়ালের শেষ অস্ত্র, অনেকটা অব্যর্থ। কোনও খেলোয়াড়কে পেরেজ চাওয়া মানে, তাঁর জন্য তিনি শেষ অবধি লড়বেন। আর এই অনমনীয় মনোভাবই তাকে নিয়ে গেছে আজকের অবস্থানে।

বর্তমানে পেরেজ রিয়ালে মোটামুটি 'এক ও অদ্বিতীয়'। তবে পেরেজ আসলে কি? একের পর এক কোচ বরখাস্তের দায়, ক্ষমতার অধিক ব্যবহারের দায়, ইচ্ছামতো খেলোয়াড় কেনার দায়-এসব অনেক অভিযোগ আছে তার নামে। কিন্তু দেনাগ্রস্ত এক রিয়ালকে তিনি এমন এক অবস্থানে নিয়ে এসেছেন যেটা ২০০০ সালেও ছিল অকল্পনীয়। এশিয়া অঞ্চলে রিয়ালের প্রসারের একটি বড় কারণ পেরেজ। এটি এমন একটি যুগ যেখানে অর্থই ফুটবলের সবচেয়ে বড় শক্তি আর সেখানে রিয়াল প্রায় অদম্য। রিয়াল সমর্থকরা নিজেদের সৌভাগ্যবান ভাবতেই পারেন ২০০০ সালে এই ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে পেয়ে, তা না হলে রিয়াল হয়ত তার 'জায়ান্ট' স্ট্যাটাস ধরে রাখতে পারত না। আসলেই পেরেজ কোনও দক্ষ নন, দক্ষ রাজনীতিবিদ নন, জন্মগত ব্যবসায়িক নন। তিনি যেন সবকিছুর এক দারুণ মিশেল। আসলে পেরেজ কী? সফল এক প্রেসিডেন্ট নাকি ক্ষমতার অপব্যবহারকারী উচ্চাকাঙ্খী এক ব্যবসায়ীমাত্র? সে বিচারের ভার আপনাদেরই।

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা